দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

116

শিক্ষাঙ্গন

বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করুণ কান্না

শিক্ষকরা জাতির প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড আর শিক্ষার্থীরা জাতির ভবিষ্যত। এ বাস্তব সত্য আমরা অনর্গল শুনে থাকি মঞ্চে-ময়দানে। কিন্তু শিক্ষক, শিক্ষা এবং শিক্ষার্থী সমন্বয়ে যাচাই করতে গেলে কি একটা যন্ত্রণায় হৃদয়টা কেঁপে উঠে। হতাশায় তলিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়।

এ দেশের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতের জন্য অহরহ সুরম্য অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে। অজস্র অর্থ ব্যয় করে তৈরি হচ্ছে কত ব্যক্তিমালিকানাধীন বসতবাড়ি। উন্মুক্ত খোলা আকাশের নীচে কোন প্রতিষ্ঠান হয় না, তবুও হচ্ছে। আর যা হচ্ছে তা কেবলই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শহর-বন্দর গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে মহানগরী ঢাকাতেও এমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ধান মিলে। বহু সরকারী আধাসরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শত শত ছাত্র-ছাত্রী, উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক যাদের গৃহের অভাবে শীত-গ্রীষ্ম ও বর্ষায় খোলা আকাশের নীচে বই পুস্তক নিয়ে বসতে হয় মাদুর বিছিয়ে। বেঞ্চের অভাব, চেয়ার টেবিলের অভাব, বছরের পর বছর চলে আসছে।

এমনিতর সমস্যাগুলো পর্যবেক্ষণ করছেন অভিভাবক, পর্যবেক্ষক, পরিদর্শক এক কথায় সকলে। তবুও সমস্যার সমাধান হয় না বছরের পর বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও। হাড়-কাঁপানো শীতে, অগ্নিঝরা রোদে কিংবা প্রবল বৃষ্টিতেও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একইভাবে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস বসে। এমনি নাজুক পরিস্থিতিতে আমরা কি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাশক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও উন্নত মানসিকতা আদৌ আশা করতে পারি কি? আমরা কি পারব ঐসব শিক্ষার্থী যারা অবজ্ঞা-অবহেলায় অতিবাহিত করে শিক্ষা জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময়, তাদের জন্মসূত্রে পাওয়া জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা সার্থক করে বিকাশ ঘটিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজে লাগাতে?

আমাদের সকলেরই যদিও জানা আছে, মানুষ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং উন্নত জীবন যাত্রার উন্নত পরিবেশ ও সুষ্ঠু মন-মানসিকতাই প্রধান শর্ত। তাই বিষয়টি আরো জোরালোভাবে সংশ্লিষ্ট সকলেরই ভাববার অবকাশ রয়েছে।

প্রতি দিনই পত্র-পত্রিকার চিঠিপত্র কিংবা অভাব অভিযোগ কলামে শহর-নগর এমন কি দেহাতী-গ্রামাঞ্চলের বহু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঝড় তুফানে বা অন্যরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ার করুণ কাহিনী ছাপা হচ্ছে। কত আবেদন-নিবেদন, কাকুতি-মিনতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনঃ নির্মাণ ও আভ্যন্তরীণ অভাব অভিযোগ দূর করার আন্তরিক আহাজারি প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু কোনখানে কোন এলাকার কয়টা বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনঃ নির্মাণ করা হয়েছে কিংবা উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিষ্ঠানটির অভাব অভিযোগ স্থায়ীভাবে দূর করা হয়েছে তেমন কোন সুসংবাদ আমরা ক্বচিৎ কদাচিত শুনতে পাই। একটি নবীন উন্নয়নশীল জাতির পক্ষে এটি নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক ঘটনা। সরকার প্রায়শঃই কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেন। এ প্রশ্নে তুলনামূলকভাবে কম সমস্যাপীড়িত স্কুল মাদ্রাসাগুলো উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রহণ না করে প্রাকৃতিক কারণে বিধ্বস্ত এবং আর্থিক কারণে ধ্বংসমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত নয় কি? আমাদের ধারণা, এতে করে দেশের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক জটিল সমস্যাগুলোই প্রথমে সমাধান হবে। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবেন এই আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা।

কারণ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে শুধু ঐ এলাকারই ক্ষতি হয় না ক্ষতি হয় শিক্ষক, ছাত্র এবং বিদ্যুৎসাহী স্থানীয় অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষের। সে জন্যেই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থার মধ্যে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের করুণ কান্না শুনতে পাই। সুতরাং সংবেদনশীল ব্যক্তি মাত্রই শিক্ষা ক্ষেত্রের এই সকল সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন—এ বিশ্বাস আমাদের অত্যন্ত গভীর।

—দাউদ খশরু,
—অলি হাওলাদার।